বলিদাপাড়া মাদ্রাসায় ভবন ও গবেষণা গ্রন্থ প্রদান করলেন স্বামী-স্ত্রী

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া ক্কাসেমুল উলুম বলিদাপাড়া কওমি মাদ্রাসায় ভবন ও গবেষণা গ্রন্থ প্রদান করলেন স্বামী-স্ত্রী।

গতকাল সোমবার দাওরায়ে হাদিস বিভাগের সম্প্রসারণ ও উচ্চতর গবেষণার লক্ষ্যে এল জি ই ডি এর সাবেক ইঞ্জিনিয়ার ও সমাজসেবক রওশন কবির চারতলা ভবন বানিয়ে দেন মাদ্রাসাকে।

সেই সাথে তার সহধর্মিনী ড. শাহেনারা বেগম ও তার দুই বন্ধু মিলে প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকার গবেষণা গ্রন্থ মাদ্রাসার লাইব্রেরি ও দাওরায়ে হাদিস বিভাগকে প্রদান করেন।

সোমবার সকাল ১১ টায় মাদ্রাসার সভাকক্ষে শাহেনারা বেগম গবেষণা গ্রন্থ গুলো মাদ্রাসার মোহতামিম মাওলানা আব্দুল গনির নিকট হস্তান্তর করেন।

এসময় হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ চার আসনের সাংসদ আনোয়ারুল আজীম আনার, মাদ্রাসার সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান, কালীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র আশরাফুল আলম, প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সভাপতি আনসার আলী, সেলিম রেজা, আনোয়ার হোসেন, মাওলানা ফারুক নোমানী, ইয়ুথ এগেইনস্ট হাঙ্গারের সাবেক প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ আল কাইয়ুম কাফি, ব্লাড ব্যাংক অব কালীগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক আশিক এলাহি সহ কালীগঞ্জের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এসময় শাহেনারা বেগম বলেন, গ্রন্থ গুলো তিনি মিশর, সৌদিসহ বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করেন এবং আরও কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া চলছে।

আনোয়ারুল আজীম আনার বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কওমি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন, দাওরায়ে হাদীসকে মাস্টার্স এর মর্যদা দিয়েছেন, তিনি মাদ্রাসা কে সার্বিক সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

[redacted]

[redacted]

ও দর্শনার্থীরা ভিড় জমান। অনেকে প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকায় করে নদীতে আনন্দ-উৎসব করেন। আবার অনেকে মায়ের বিদায়ের বিরহে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

মুজিবনগর প্রতিনিধি জানান, করোনা সচেতনতায় সামাজিক দূরুত্ব বজায় রেখে মুজিবনগরে ৬ টি পূজা মণ্ডপের প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে শেষ হয়েছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা।

সোমবার বিকেল থেকে মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর, কোমরপুর, মোনাখালী, দারিয়াপুর-খাঁনপুর, রতনপুর ও বল্লভপুর পূজা মণ্ডপের প্রতিমা ◌্ন ভৈরব নদীতে বিসর্জন দেয়া হয়।

এদিকে বিকেল থেকে সাজ সাজ রবে দেবীর অভয়বাণী ধারন করে পায়ে হেটে, রিক্সায় চড়ে নেচে-গেয়ে এগিয়ে চলতে থাকে দুর্গা পূজার শোভাযাত্রা। ট্রাকে অথবা ভ্যানে পথে পথে শত শত মানুষের সাধুবাদ ও কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাকে নিয়ে যাওয়া হয় বিসর্জন স্থলে। যেখানে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়, উচ্ছ্বাসের মাত্রা আরও তীব্রতর হয় সেখানেও।

উচ্ছ্বাস দেখতে সে স্থানগুলোতে নামে হাজারো মানুষের ঢল। পর্যায়ক্রমে ঘাটে প্রতিমা নামানোর সময় ঘণ্টা, উলুধ্বনি ও ঢাক-ঢোলের আনন্দ-উল্লাসে বিসর্জন স্থল পায় ভিন্ন মাত্রা। প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে ফিরে আসার দৃশ্য শোকাবহ আর প্রতিমা বিসর্জন দিতে যাওয়ার সময় উল্লাসের চিত্রই যেন পাল্টে যায় ক্ষণিকের মধ্যে। আনন্দ-উল্লাসের এ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে উপস্থিত দর্শনার্থীদের কড়ানাড়ে এক অন্য চিন্তা। অন্যের বিশ্বাসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দেবীকে বিসর্জন দিতে পেরে খুশি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ।

মেহেরপুরে ফারুক হত্যা মামলায়

একজন আটক

মেহেরপুরে সমাজ সেবা অধিদপ্তরের মাঠকর্মী ফারুক হোসেন হত্যা মামলায় ফারুক হোসেন (৪৮) এক আসামিকে আটক করেছে পুলিশ। আটক ফারুক হোসেন থানাপাড়ার লতিফ বিশ্বাসের ছেলে।

গত রবিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকার একটি স্থান থেকে আটক করা হয়। পরে গতকাল সোমবার বিকালে তাকে মেহেরপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে সে ১৬৪ ধারায় ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে স্বীকারোক্তীমূলক জবানবন্দী দিয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, দুই ফারুক বয়সে সিনিয়র-জুনিয়র হলেও তারা দু’জন বন্ধু ছিলেন। আসামি ফারুক ৭ থেকে ৮ বছর মালয়েশিয়ায় প্রবাস জীবন যাপন করছিলেন। সে সূত্র ধরে তার স্ত্রীর সাথে নিহত ফারুকের প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। মাস চারেক আগে ফারুক বিদেশে থেকে ফিলর তাদের সম্পর্কের বিষয়টি বুঝতে পারে। পরে এ সম্পার্ক থেকে সরে যেতে বলে। সম্পর্ক থেকে সরে না যাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে সে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে আদালতে স্বীকারোক্তী দেন। তবে এ হত্যাকাণ্ডে আরো কয়েকজন জড়িত রয়েছে বলে ওসি জানান। তিনি জানান, তাদেরকেও আটকের চেষ্টা চলছে।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে শহরের তাঁতীপাড়ায় মেহেরপুর শহর সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাঠকর্মী ফারুক হোসেন (৩৯) কে কুপিয়ে ফেলে রেখে যায় সন্ত্রাসীরা। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। পরদিন তার স্ত্রী নাজমা খাতুন বাদি হয়ে অজ্ঞাত আসামি করে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এদিকে ঘটনার পর থেকে পুলিশের একাধিক টিম হত্যাকাণ্ডের রহস্য ও আসামিদের আটকের চেষ্টা চালায়।

এতিম লাইসার দায়িত্ব নিলেন

কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজীব

মেহেরপুর ফৌজদারি পাড়ার মৃত মহসীন আলীর মেয়ে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী লাইসা আক্তার তুশি’র পড়াশোনার দায়িত্ব নিলেন মেহেরপুর পৌরসভা ৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজীব।

সেই সাথে লাইসার চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন ডা. অলক কুমার দাস। এসময় মেহেরপুরের করোনা রোগীদের সুচিকিৎসা প্রদানে সাহসী অবদান রাখায় ডা. অলক কুমারকে সম্মাননা স্বারক প্রদান করা হয়।

সোমবার দুপুরে কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজীবের অফিস মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ডা. অলক কুমার দাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু।

৩ বছর পূর্বে মায়ের মৃত্যু, ৭ মাস পূর্বে একমাত্র বড় ভায়ের মৃত্যু এবং ৮ মাস আগে পিতার মৃত্যু। জীবিত বলতে তার বড় বোন, বৈবাহিক সুবাদে থাকেন চট্টগ্রামে। বর্তমানে নিকটাত্মীয় নানীর কাছে থাকে লাইসা। এমন ঘোর অঁন্ধকার জীবন এর কথা শুনে এগিয়ে এলেন কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিব।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন নুরুল আশরাফ রাজীব এবং সঞ্চালনায় ছিলেন গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার ও মেহেরপুরের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মাহবুবুল হক মন্টু।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক কাজী ফজলে রাব্বী, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের জেলা শাখার সাবেক সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ।

মুজিবনগরে প্রতিমা বিসর্জন

করোনা সচেতনতায় সামাজিক দূরুত্ব বজায় রেখে মুজিবনগরে ৬ টি পূজা মণ্ডপের প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে শেষ হয়েছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা।

সোমবার বিকেল থেকে মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর, কোমরপুর, মোনাখালী, দারিয়াপুর-খাঁনপুর, রতনপুর ও বল্লভপুর পূজা মণ্ডপের প্রতিমা ◌্ন ভৈরব নদীতে বিসর্জন দেয়া হয়।

এদিকে বিকেল থেকে সাজ সাজ রবে দেবীর অভয়বাণী ধারন করে পায়ে হেটে, রিক্সায় চড়ে নেচে-গেয়ে এগিয়ে চলতে থাকে দুর্গা পূজার শোভাযাত্রা। ট্রাকে অথবা ভ্যানে পথে পথে শত শত মানুষের সাধুবাদ ও কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাকে নিয়ে যাওয়া হয় বিসর্জন স্থলে। যেখানে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়, উচ্ছ্বাসের মাত্রা আরও তীব্রতর হয় সেখানেও।

উচ্ছ্বাস দেখতে সে স্থানগুলোতে নামে হাজারো মানুষের ঢল। পর্যায়ক্রমে ঘাটে প্রতিমা নামানোর সময় ঘণ্টা, উলুধ্বনি ও ঢাক-ঢোলের আনন্দ-উল্লাসে বিসর্জন স্থল পায় ভিন্ন মাত্রা। প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে ফিরে আসার দৃশ্য শোকাবহ আর প্রতিমা বিসর্জন দিতে যাওয়ার সময় উল্লাসের চিত্রই যেন পাল্টে যায় ক্ষণিকের মধ্যে।

আনন্দ-উল্লাসের এ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে উপস্থিত দর্শনার্থীদের কড়ানাড়ে এক অন্য চিন্তা। অন্যের বিশ্বাসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দেবীকে বিসর্জন দিতে পেরে খুশি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ।

দুই মাসে দু’টি খুন, খুনিরা অধরা

মেহেরপুরে দুই মাসে দুটি হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ দুটি

হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের মধ্যে কোন আসামীকেই আটক করতে পারিনি পুলিশ। হত্যাকারিরা ধরা ছোয়ার বাইরে থাকায় নিহতের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিরাজ করছে আতঙ্ক। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভুমিকা নিয়েও। তবে পুলিশের দাবি সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে আসামীদের আটক করার জন্য।

জানা গেছে, গত ২ সেপ্টেম্বর সকালে গাংনীর সাহেবনগর গ্রামের ছহির উদ্দিন নামের এক মসজিদের খাদেমকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বিত্তরা। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে আখের আলী বাদি হয়ে অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামী করে গাংনী থানায় মামলা দায়ের করা হয়। প্রায় দুই মাস অতিবাহিত হতে চললেও আটক হয়নি একজনও।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) সাজেদুল ইসলাম জানান, আমরা চেষ্টা করছি ঘটনার সাথে জড়িতদের আটক করার।

এতোদিনেও কোন আসামী আটক না হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করে নিহতের মেয়ে শাহিনা খাতুন জানান, দিনের আলোতে এইভাবে আমার বাবাকে হত্যা করা হলো। অথচ কাউকেই আটক করতে পারিনি পুলিশ। আসামীদের দ্রুত আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জোর দাবি জানান শাহিনা খাতুন।

ক্লু-লেস ঘটনা ও অজ্ঞাত আসামী, তাই এমন দেরি হচ্ছে বলে দাবি করেন গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান।

এদিকে, গত ২২ অক্টোবর দিবাগত রাতে মেহেরপুর সদর থানার সন্নিকটে সমাজ সেবা অফিসের মাঠ কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। চাঞ্চচল্যকর এ ঘটনায় অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসমী করে নিহতের স্ত্রী নাজমা খাতুন বাদি হয়ে সদর থানা একটি মামলা দায়ের করেন। নিহতের আত্মিয়রা জানান, ঘাতকরা মেহেরপুর সদর থানার সামনে একটি দোকানে চা খেয়েছে। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ফারুক আহমেদকে হত্যা করা হয়েছে। শহরের বুকে এবং থানার কাছে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে অথচ এখন পর্যন্ত কোন আসামী আটক হয়নি, হতাশা প্রকাশ করে এভাবেই বলেন নিহতের পরিবারের লোকজন।

এই হত্যাকান্ডের তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন ইন্সপেক্টর অপারেশন রাসুল সামদানি আজাদ।

খুব অল্প দিনেই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের আটক করতে পারবো বলে জানান সদর থানার ওসি শাহ দারা খান। এছাড়াও তিনি বলেন, এটা অভ্যন্তরীন দ্বন্দের শিকার হতে পারেন ফারুক। আমাদের ধারনা এটা

কোন সন্ত্রাসী গোষ্টির কাজ না। তারপরও আমরা অচিরেই তদন্ত করে মুল বিষয়টা উদঘাটন করতে পারবো।

এ বিষয়ে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী জানান, আমাদের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটনের জন্য মাঠে কাজ করছে। সম্প্রতি যে হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটলো অল্প দিনেই জড়িতদের আটক করতে পারবো। গাংনীর মুয়াজ্জিন হত্যাকান্ডের বিষয়ে তিনি বলেন, তদন্ত টিম কাজ করছে। অতি দ্রুত জড়িতরা আটক হবে।

কালীগঞ্জে শতাধিক বিএনপি কর্মীর আওয়ামী লীগে যোগদান

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার কোলা ইউপির দামোদরপুর গ্রামের শতাধিক বিএনপি কর্মী আওয়ামী লীগে যোগদান করেছে।

রবিবার রাতে এক আড়ম্বর পূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা ঝিনাইদহ চার আসনের সাংসদ আনোয়ারুল আজীম আনার এর হাতে ফুল দিয়ে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। যোগদান কারীদের ভিতর অন্যতম ছিলেন দামেদরপুর ৮ নং ওয়ার্ডের মজিদ সরদার, চৌধুরী মিয়া, দেলোয়ার চৌধুরী, মোতালেব মিয়া, আতিয়ার রহমান, সবুজ হোসেন প্রমুখ।

এসময় অতিথিরা তাদের সাদরে আওয়ামী লীগে বরণ করে নেন, অতীত দ্বন্দ্ব ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কালীগঞ্জ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা। যোগদানকৃত কর্মীরা আনোয়ারুল আজীম আনারকে “উন্নয়নের দার্শনিক রাজা ” উপাধি দিয়ে বাহবা দেন।

ঝিনাইদহে সিঁদুর খেলার মধ্যদিয়ে শেষ হলো শারদীয় দুর্গোৎসব

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবে দেবী দুর্গার বিসর্জনের আগে সিঁদুর খেলায় মেতেছিল সনাতন ধর্মের রমনীরা।

সোমবার দুপুরের দিকে ঝিনাইদহ শহরের বারোয়ারি পূজা মন্দির, কালীতলা পূজা মন্দির, চাকলা পাড়া পূজা মন্দিরসহ জেলার বিভিন্ন মণ্ডপে মণ্ডপে চলে সিঁদুর কোটা যাত্রা, সিঁদুর খেলা।

সকালে পূর্জা অর্চনার পর দেওয়া হয় পুষ্পাঞ্জলি। এরপরই হিন্দু বিবাহিত নারীরা দেবীর পায়ে লাল টকটকে সিঁদুর নিবেদন করেন। পের সেই সিঁদুর একে অপরকে লাগিয়ে আগামী দিনের জন্য শুভ কামনা প্রার্থনা করেন।

শহরের বারোয়ারি পূজা মন্দিরে আসা পলি রানি মন্ডল নামের এক ভক্ত জানান, সিঁদুর কোটা যাত্রা, সিঁদুর খেলা’র মাধ্যমে নারীরা স্বামী ও সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

পূজারীরা জানান, এ বছর জেলার ৬ উপজেলায় ৪০৩ টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুপুরের পর দেবী বিসর্জনের মাধ্যমে শেষ হয় উৎসব। বিসর্জনের মধ্য দিয়ে ধরিত্রী থেকে স্বামীগৃহে ফেরেন দুর্গতি নাশিনী দুর্গা।

মহামারী করোনা ভাইরাস থেকে বিশ্ববাসিদের মুক্তি আর দুষ্টের দমন ও সৃষ্টের কল্যাণ করবেন তিনি এমনটি আশা করেন তারা।

ঝিনাইদহে নারী ও কিশোরীদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

ঝিনাইদহ নারী ও শিশুর প্রতি জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতন প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। রোববার সকালে শহরের চাকলাপাড়ায় সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি সাকো’র সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ রুরাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ব্রেড নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আয়োজনে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

ব্রাক’র জেলা সমন্বয়ক রোকেয়া বেগম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আব্দুল লতিফ শেখ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ সিটি কলেজের উপাধ্যক্ষ কাজী মাহবুবুর রহমান, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রোফেশনাল অফিসার আব্দুল হাই সিদ্দিক, ট্রাষ্ট ব্যাংকের প্রিন্সিপাল অফিসার আরিফুল ইসলাম, ব্রেড এর নির্বাহী পরিচালক শহিদুল ইসলাম, ঝিনাইদহ পৌরসভার সাবেক কমিশনার তারিকুল ইসলাম তারিক, সাকো’র নির্বাহী পরিচালক বশির উদ্দীন।

অনুষ্ঠানে ব্র্যাক’র সহযোগিতায় ব্রেড’র আয়োজনে নারী ও শিশুর প্রতি জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে জেন্ডার ভিত্তিক ন্যায় বিচারের প্রচার: পুরুষ এবং ছেলেদের সংযুক্তিকরণ নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করার মাধ্যমে বাংলাদেশের নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা হ্রাসকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে করোনাকালীন ২৫০ জন নারী ও কিশোরীদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

অপরদিকে ব্রাকের সহযোগিতায় ব্রেড এর আয়োজনে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ১০ দিন ব্যাপী সচেতনতা মূলক মাইকিং কর্মসূচী পালিত হয়েছে। ২ টি রিক্সাযোগে আগামী ১০ দিন শহরের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য সচেতনামূলক ও করোনা ভাইরাসে করনীয় নানা বিষয়ে মাইকিং করা হবে বলে জানান আয়োজকরা।

[redacted]

[redacted]